গাংনীতে মোবাইল সার্ভিসিং এর আড়ালে ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী বাজারের কাথুলী মোড়ে চপল মোবাইল সেন্টারে একটি মোবাইল সারাতে করতে দেন এক গৃহবধূ। পরে সেই মোবাইল থেকে গৃহবধূর ব্যক্তিগত একান্ত মুহূর্তের ছবি সরিয়ে বিভিন্ন কুপ্রস্তাব ও হুমকি দেয় মোবাইল সেন্টারের মালিক।

গতকাল শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এ ঘটনায় মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ দুজনকে আটক করলেও গভীর রাতে তাদের ছেড়ে দেয়। এতে ভুক্তভোগী গৃহবধূ ও তার পরিবারসহ বিভিন্ন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তবে পুলিশ বলছে আটকদের বিরুদ্ধে আইন বহির্ভূত কিছু না পাওয়ায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ভুক্তভোগীর পরিবার সুত্রে জানা গেছে, মাস দুয়েক আগে গাংনী বাজারের কাথুলী মোড়ে চপল মোবাইল সেন্টারে একটি মোবাইল মেরামত করতে দেন ওই গৃহবধূ। সে সময় তাকে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে বলে জানান দোকান কর্মচারী সাইফ উদ্দীন। পরে ফোনটি গৃহবধূকে দিয়ে দেয় সে। গত পাঁচ দিন আগে গৃহবধূর ছবি দিয়ে নাবিল নামের একটি ফেসবুক আইডি খুলে ওই গৃহবধূর কাছেই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়। ভুক্তভোগী গৃহবধূ কিছু বুঝে উঠতে না পেরে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করেন। পরে নাবিল নামের আইডি থেকে ওই গৃহবধূর মেসেঞ্জারে তার স্বামীর সাথে থাকা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কিছু ছবি পাঠায় ও কুপ্রস্তাব দেয়। প্রস্তাব না মানলে সোশ্যাল মিডিয়ায় এসব ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেয়।

বিষয়টি ভুক্তভোগী তার পরিবারকে জানালে তারা মেহেরপুর জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটে যান এবং গাংনী থানায় একটি জিডি করেন।

বিষয়টি জানাজানি হলে গৃহবধূর পক্ষের লোকজন ফুঁসে ওঠে। বিভিন্নভাবে খোঁজ নিয়ে ও ঘটনা পর্যালোচনা করে ওই গৃহবধূর পরিবার গতকাল শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা রাতে চপল মোবাইল সেন্টারের মালিক চপল ও কর্মচারী সাইফকে প্রমাণসহ হাতে নাতে ধরতে সক্ষম হয়। এ সময় উভয়পক্ষ বাক-বিতণ্ডতায় জড়িয়ে পড়লে গাংনী বাজার কমিটির লোকজন চপল ও তার কর্মচারী সাইফ উদ্দীনকে বাজার কমিটির

অফিসে নিয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ দুজনকে আটক করে থানায় নিয়ে গেলেও গভীর রাতে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

গৃহবধূর স্বামী জানান, আমার স্ত্রীকে ভয়েজ কলে রাতে গোপনালাপ করার প্রস্তাব দেওয়া হতো এবং কথা না বললে তার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হতো। এসব ভয়েজ রেকর্ড ও ভুয়া ফেসবুক আইডি পুলিশকে দেওয়া হয়। সেই সাথে গত শুক্রবার রাতেই মামলা করার জন্য একটি অভিযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ আমলে না নিয়ে আটকদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এখন গোটা পরিবারই হুমকির মুখে।

বিষয়টি নিয়ে গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মনোজিৎ কুমার নন্দী বলেন, অভিযোগকারী যে আবেদন ও ধারা উল্লেখ করেছেন সেটি পর্নোগ্রাফি আইন। কিন্তু আটকদের অপরাধ ওই আইনে নয়। এদের কাছ থেকে তেমন কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডর প্রমাণও মেলেনি। তাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে গৃহবধূর পক্ষ থেকে যে জিডি করা হয়েছে তা তদন্ত করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম বলেন, আটককৃতদের ছেড়ে দেয়া হলেও, গৃহবধূর জিডি’র তদন্ত করা হচ্ছে। কারও সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে খুচরা সার বিক্রেতা সামতির আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বিসিআইসি সার ডিলারদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হন বিক্রেতারা।

শনিবার দুপুরে মুজিবনগর পর্যটন মোটেলে সংগঠনের সভাপতি শাহিনুল ইসলাম শাহীনের সভাপতিত্বে আলোচনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শিল্প ও বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল।

সোহরাভ হোসেনের সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মমতাজ উদ্দিন, জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ও গাংনী খুচরা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তৌহিদ মুর্শেদ অতুল, সাধারণ সম্পাদক আনিছুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা শাখারণ সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য খাজা মইনুদ্দিন লিটন, আবুল বাশার, আব্দুল বারী, সাজ্জাদুর রহমান।

শাহিনুল ইসলাম শাহীন বলেন, বিসিআইসি ডিলার ষড়যন্ত্রে খচুরা সার বিক্রেতা সমিতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। খুচরা ব্যবসায়ীদের সরকার লাইসেন্স দিয়েছে কিন্তু ডিলারদের কারণে আমরা ব্যবসা করতে পারি না। আপনারা নিয়মের মধ্যে থেকে ব্যবসা করবেন। কোন ডিলার যদি অনিয়ম করে আপনারা প্রতিবাদ করবেন। আপনাদের সঙ্গে সংগঠণ থাকবে।

তৌহিদ মুর্শেদ অতুল বলেন, দেশের মানুষের খাদ্য ঘাটতি যাতে না হয়, সেজন্য এক ইঞ্চি জমিও ফেলে রাখা যাবে না। খুচরা সার বিক্রেতারা বিসিআইসি ডিলারদের মাধ্যমে পদে পদে বাধাগ্রস্থ হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্য আরিফুল এনাম বকুল বলেন, খুচরা সার বিক্রেতাদের অধিকার আদায়ে ব্যবসায়ী নেতাদের পক্ষ যা করার চেম্বার অব কমার্স থেকে করা। জেলা প্রশাসনের প্রতি আহবান জানায় খুচরা বিক্রেতাদের অধিকার নিয়ে যাতে ডিলাররা কোন ধরণের পক্ষপাত না করে।

জেলার দেড় শতাধিক খুচরা সার ব্যবসায়ী এ সভায় অংশ নেন।

মেহেরপুরে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য তালিকার তারতম্য

এখন বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি।

ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধিপাচ্ছে এসব পণ্যের মূল্য। কোন কোন পণ্যের

মূল্য দ্বিগুণ, তিনগুণ বেড়েছে। গত কয়েকমাস ধরে এসব পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে চরম বিপাকে পড়েছেন দেশের সাধারণ মানুষ।

শ্রমজীবীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। চাল, ডাল, ডিম, চিনি ও তেলসহ প্রায় প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম এখন আকাশচুম্বী। সাধ্যের বাইরে মুরগি, গরু ও খাসির গোশত।

এ নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের সাপ্তাহিক পাইকারি ও খুচরা বাজার দরের তারতম্যের চিত্র নিম্নরুপ। গতকাল শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) সহ গত এক সপ্তাহে সরজমিনে মেহেরপুর শহরের পাইকারি ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করে নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু পণ্যের মূল্য তালিকায় বিগত সপ্তাহের তুলনায় তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে।

মেহেরপুর বড় বাজারে, মোটা চাল পাইকারি মূল্য ৪৮ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধান অপরিবর্তিত রয়েছে। মাঝারি চাল পাইকারি মূল্য ৫৬ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৫৮ টাকা কেজি,এক সপ্তাহের ব্যবধান অপরিবর্তিত রয়েছে।

সরু চাল পাইকারি মূল্য ৬০ টাকা কেজি ও খুচরা মূল্য ৬৪-৬৫ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় ২-৩ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আলু পাইকারি বিক্রয় মূল্য ৪১ টাকা ও খুচরা মূল্য ৫০ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারী বাজারে ৫ টাকা কমলেও খুচরা মূল্য অপরিবর্তিত রয়েছে।

দেশি পেঁয়াজ পাইকারি মূল্য ৯৫ টাকা ও খুচরা মূল্য ১০৫ টাকা কেজি। সপ্তাহের ব্যবধানে উভয় বাজারে পেঁয়াজের মূল্য ১৫ টাকা হ্রাস পেয়েছে। এল সি পেয়াজ পাইকারি মূল্য ৮৫ টাকা ও খুচরা মূল্য ১০৫ টাকা কেজি দ্বরে বিক্রি হচ্ছে । গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারি বাজারে ৫ টাকা কমলেও খুচরা মূল্য গত সপ্তাহের তুলনায় আরো ৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিম পাইকারি মূল্য ১২০ টাকা ডজন ও খুচরা মূল্য ১৩২ টাকা ডজন। এক সপ্তাহের ব্যবধানে মূল্য প্রায় ১৫ টাকা হ্রাস পেয়েছে। ব্রয়লার মুরগির পাইকারি মূল্য ১৬০ টাকা ও খুচরা মূল্য ১৭০ টাকা কেজি। এক সপ্তাহে ১০ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের স্লো- ফায়ারিংয়ের শুভ উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ২০২৩-২৪ মৌসুমে আখ মাড়াই উপলক্ষে চিনিকলের বয়লিং হাউজে স্লো-ফায়ারিং আগুন নিক্ষেপের মাধ্যমে শুভ উদ্ধোধন অনুষ্টিত হয়েছে।

শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) দুপুর ২ টায় কেরুজ বয়লিং হাউজের সামনে স্লো-ফাযারিং উপলক্ষে মিল হাউজের বয়লার বিভাগে এক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর সুযোগ্য ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন,কেরু চিনিকলের মহাব্যাবস্থাপক অর্থ আব্দুস সাত্তার,জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া,চিনিকলের কারখানা মহাব্যাবস্থাপক সুমন কুমার সাহা,এ ডি এম ইউসুফ আলী,ষ্টোর কিপার ইনচার্জ লিংকন ঢালী,কেরু শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ,সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ,সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী,সাবেক সহ সাধারন সম্পাদক খবির উদ্দিন,এ অনুষ্টানের দোয়া পরিচালনা করেন কেরু জামে মসজিদের পেশ ইমাম সামসুজোহা,ও মুয়াজ্জিন নেছার উদ্দিন,অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সহ সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান।

এ বছর মাড়াই মৌসুমে ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। চিনিকলের নিজস্ব ১ হাজার ৫৫০ একর জমিতে ২৪ হাজার মেট্রিক টন আখ উৎপাদন করেছিল। এবং কৃষকের ৬ হাজার ৯৮২ একর জমির ৯৪ হাজার মেট্রিক টন আখ লাগিয়েছিলো। কিন্তু এবার মাত্র ৪৫ দিবসে আখ মাড়াই কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে বলে ধারনা করছে কেরুজ কতৃপক্ষ।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ২০২৩-২৪ মাড়াই মৌসুমের স্লো-ফায়ারিং উদ্বোধন

কেরুজ চিনিকলে ২০২৩-২৪ মৌসুমে আখ মাড়াই উপলক্ষে চিনিকলের বয়লিং হাউজে স্লো-ফায়ারিং দেওয়া হবে আজ শুক্রবার দুপুর ৩ টায় বয়লিং হাউজের সামনে। স্লো-ফাযারিং উপলক্ষে আজ শুক্রবার দুপুরে মিল হাউজের বয়লার বিভাগে এক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

দোয়া শেষে বয়লারে ২০২৩-২৪ মাড়াই মৌসুমের অগ্নিসংযোগের মধ্য দিয়ে স্লো-ফায়ারিং উদ্বোধন করবেন দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত চুয়াডাঙ্গা জেলার ঐতিহ্যবাহী দর্শনায় অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের মধ্যে দ্বিতীয় ও দেশের একমাত্র ভারী চিনিশিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোং (বাং) লিঃ। এ চিনিকল আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মিলটির যেন সারা ঘায়ে পরিণত। প্রতিবছর এ মিল থেকে সরকার কোটি, কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করলেও যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ছিলো উদাসীন। কেরুজ চিনিকলটি আধুনিকায়ন করণে মিলের শ্রমিক-কর্মচারী ও এলাকাবাসীর কাংঙ্খিত দাবি বারবার হয়েছে উপেক্ষিত। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগর মহতি উদ্যোগে মিলটিকে আধুনিকায়নের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয় থেকে সাড়ে ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন।

পরবর্তীতে আধুনিকায়ন কাজের জন্য ডিষ্টিলারী সহ বিভিন্ন উন্নয়নে মোট ১০০ কোটি টাকা বরাদ্ধ দেওয়া হয়। তারই আপ্রাণ প্রচেষ্টায় মিলটি আধুনিকতার ছোঁয়া পেলেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কচ্ছপ গতিতে কাজ চলায় দীর্ঘ ১০ বছর অতিবাহিত হলেও পূরোপুরি আধুনিকায়নে রুপ নিতে পারেনি।

এদিকে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মিলটি প্রতি বছরেই পুরোনো যন্ত্রাংশ জোড়াতালি ও ঝালাই-মেরামত করে আখমাড়াই কার্যক্রম শুরু করতে হয়। যার ফলে শুরু থেকেই নানা রকম সমস্যার মোকাবেলার মধ্যদিয়ে টেনেহেঁচড়ে মাড়াই মৌসুম শেষ করতে হয় চিনিকলটির। ফলে লোকসান গুনতে হয় কোটি, কোটি টাকা। বর্তমানে আধুনিকায়নে বয়লিং, কেইন

কেরিয়ার ও মিলহাউজের কাজ চলছে।

এরমধ্যে কিছু কাজ সম্পন্ন হলেও বেশির ভাগ কাজ অসম্পন্ন থাকায় মিলটি সম্পন্ন আধুনিকায়নে আরও এক,দুই বছর সময় লেগে যেতে পারে বলে একটি বিশ্বস্ত সুত্রে জানাগেছে। এ মৌসুমে লোকসান কাটিয়ে মুনাফা অর্জনের জন্য মিল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে নানামুখি পদক্ষেপ। আখচাষিদের সুবিধা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি, শ্রমিক-কর্মচারীদের দিকেই খেয়াল রাখা হচ্ছে।

তবে বর্তমান প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন তিনি প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে যোগদানের পর থেকে পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দর্শনা কেরুজ চিনিশিল্পকে লাভজনক স্থানে নিতে ও চিনিকলকে বাঁচিয়ে রাখতে আখ চাষ বৃদ্ধির লক্ষে কেরুজ মিল জোন এলাকায় ছুটছেন চাষিদের দ্বারে,দ্বারে। তেমনি প্রতিদিন কোন না কোন এলাকার চাষিদের সঙ্গে উঠান বৈঠক সহ সোজন্য মূলক আলোচনায় বসছেন। তিনার এমন উদ্দ্যগে এলাকার চাষিরা আখ চাষ করার কথা ব্যাক্ত করেছেন। সেই সাথে ২০২৩-২৪ মাড়াই মরসুমে প্রতিষ্ঠানটিকে কোন ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটির মধ্যে পড়তে না হয় সেদিক লখ্য রাখছেন। সেই সাথে মাড়াই মরসুম সফল করতে ওয়াটারট্রাইল সম্পন্ন সহ মিল হাউজ ও কেইন কেরিয়ার ট্রাইল দেওয়া হয়েছে।

এরমধ্যে ছোট খাটো ত্রুটির সন্ধান মিললে তা সারিয়ে নেয়া হবে। এ বছর মাড়াই মৌসুমে ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। চিনিকলের নিজস্ব ১ হাজার ৫৫০ একর জমিতে ২৪ হাজার মেট্রিক টন আখ উৎপাদন করেছিল। এবং কৃষকের ৬ হাজার ৯৮২ একর জমির ৯৪ হাজার মেট্রিক টন আখ লাগিয়েছিলো। কিন্তু এবার মাত্র ৪৫ দিবসে আখ মাড়াই কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে। চলতি মাড়াই মৌসুমে কেরু চিনিকল ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৯ হাজার ৬২৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলো।

এ বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, ২০২৩-২৪ মাড়াই মৌসুমে বড় ধরনের কোন যান্ত্রিক সমস্যার সম্মূখীন হতে না হয় সেজন্য সকল যন্ত্রাংশ ট্রাইল দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি কোন সমস্য আছে কিনা সেটিও দেখা হচ্ছে। তবে মিলটি মাড়াই মরসুম সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে সকল ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আশা রাখি সকল প্রতিকূলতা

মোকাবেলা করে মাড়াই মরসুম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সেই সাথে সকলের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হবে। তবে চিনি উৎপাদনের একমাত্র কাচামাল হচ্ছে আখ। তিনি এতদ্বা অঞ্চলের চাষিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আরও বলেছেন, দেশের ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, জেলার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান কেরুজ চিনিকলকে রক্ষা করতে বেশি বেশি করে আখ চাষের কোনো বিকল্প নেই ।

গাংনীতে ট্রাক ও লেগুনার সংঘর্ষে আহত ৯

গাংনীতে যাত্রীবাহী লেগুনার সাথে ভুট্টা বোঝায় ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে সৃষ্ট দুর্ঘটনায় ৯ জন আহত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৩ নভেম্বর) বিকেল ৩ টার দিকে গাংনীর চৌগাছাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাক আরোহীদের ৫ জন ও যাত্রীবাহী লেগুনার চালকসহ ৩ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন রামকৃষ্ণপুর গ্রামের আব্দুর রকিবের ছেলে নাঈম হোসেন (১৪), মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন দরবেশপুরের মৃত আহাদ আলীর ছেলে ঝন্টু আলী (৫০), রফিকুল ইসলামের ছেলে আসাদুল ইসলাম (৪০), মুরাদ আলীর ছেলে সাজেদুল ইসলাম (৫০), আনিস আলীর ছেলে আসাবুল ইসলাম (২৬) ,কুষ্টিয়ার নাসির উদ্দিন এর ছেলে নাঈম (২৪),গাংনী উপজেলার লক্ষীনারায়নপুর ধলা গ্রামের মৃত আবুল মোহাম্মদের ছেলে আলী মোহাম্মদ (৭০), কাথুলী গ্রামের মামুন হোসেনের স্ত্রী শাবানা খাতুন (৩৫) ও কুলবাড়িয়া গ্রামের আকলেসুর রহমানের স্ত্রী খাদিজা খাতুন (৪০)।

স্থানীয় জনগণ আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়াতে তাদেরকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে রেফার্ড করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

গাংনী থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) মনোজিৎ কুমার নন্দী এ তথ্য

নিশ্চিত করেছেন।

দর্শনায় কেরুর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের কমিটি গঠন

দর্শনার ঐতিহ্যবাহী কেরু এন্ড কোম্পানি চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের নিয়ে কল্যান ট্রাস্ট নামের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ সকাল দশটায় সূর্যসেনা শ্রমজীবী সংগঠন প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে শতাধিক অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অন্তরের গভীর কষ্টের কথা তুলে ধরে বক্তারা বলেন, জীবনের দীর্ঘ সময় চাকরি করার সূত্রে কেরু এন্ড কোম্পানিতে সময় কেটেছে।

এ সময়ের মধ্যে সহকর্মী ও শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচন সূত্রে বিভিন্ন সংগঠনে নেতাদের খুব আস্থাভাজন হয়ে ওঠাও সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় চাকরি থেকে অবসর নিলে সহকর্মীসহ কোন নেতাই আর খোঁজ রাখে না। আর এটাই বাস্তবতা। একজন চাকরিজীবী অবসরে গেলে সে বড় একা হয়ে পড়ে ও শরীর থেকে শুরু করে মানসিকতাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় সঙ্গ দেওয়ার কেউ থাকে না। এছাড়া অবসরে যাওয়ার পর বিভিন্ন ফান্ডের টাকা উত্তোলনের জন্য চরম বেগ পেতে হয়। কেউই তখন অবসরপ্রাপ্ত এ সকল শ্রমিক ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় খুব একটা এগিয়ে আসে না। এছাড়াও সহকর্মীরা যদি একটি স্থানে এসে একসাথে বসে কিছু সময় কাটায় তাহলে মন মানসিকতা ভালো থাকবে বলে জানাই বক্তারা। এ সকল দিক বিবেচনা করে কেরুর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট নামের এ কমিটি গঠন করা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত সিআইসি হাফিজুল ইসলামকে আহবায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে বাকি সদস্যরা হলেন সদস্য সচিব জুলফিকার হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম, দপ্তর সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, ক্যাশিয়ার আহমদ

হোসেন, কার্যকরী সদস্য আব্দুল জলিল, আব্দুল হান্নান, আতিয়ার রহমান, একরামুল হক।

চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রাণকেন্দ্রে একসাথে ৮ দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

চুয়াডাঙ্গা শহরে দিনের বেলায় ৮টি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে পৌনে ৯টা পযর্ন্ত একই সময়ে শহরের প্রাণকেন্দ্রে সদর থানার সামনেসহ তিন দিকের তিনটি মার্কেটে এ অপরাধ কর্মকান্ড চালায় চোর চক্র। এতে প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষাধিক নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি গেছে বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা। মার্কেটের সিসিটিভি ক্যামেরায় চুরির দৃশ্য ধরা পড়েছে।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দিনের বেলায় শহরের প্রাণকেন্দ্রে একসাথে একযোগে কয়েকটি মার্কেট টার্গেট করে চুরির ঘটনা ভাবিয়ে তুলছে তাদের। পুলিশের নাকের ডগায় এমন দুঃসাহসিক কাজে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত তারা। বিশেষ শহরের প্রাণকেন্দ্রের মতো জায়গায়, আবার সদর থানার সামনে এই চুরি স্বাভাবিক নয়।

পুলিশ ও ব্যবসায়ীরা জানায়, শহরের ফাতেমা প্লাজার আরিফ কম্পিউটার, কম্পিউটার ক্লিনিক, সদর থানার সামনে অঙ্কুশ জুয়েলার্স, মুন্সি সুপার মার্কেটের মিম-বনি শাড়ী কালেকশন, ইরানি টেইলার্স ও পুরাতন গলির সুগন্ধা প্লাজার মারুফ গার্মেন্টেস, নন্দলাল গার্মেন্টস, হবি বোরকা হাউজে এ চুরির ঘটনা ঘটে। এসব দোকান থেকে নগদ সাড়ে ৫ লাখ ও ২ লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার চুরি হয়েছে। একই সময়ে শহরের আলী হোসেন মার্কেটেও চুরির চেষ্টা চালায় চক্রের সদস্যরা।

এদিকে বেলা ১২টার দিকে মার্কেটগুলো পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান লালন।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল)

আনিসুজ্জামান বলেন, কয়েকটি মার্কেটে চুরির ঘটনায় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পযবেক্ষণ করে পুলিশের একাধিক ইউনিট কাজ শুরু করেছে। দ্রুতই প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা হবে। এসময় তিনি মার্কেটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

চট্টগ্রামের সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ আরও সহজ হচ্ছে

পদ্মাসেতু চালু হওয়ার পর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ হয়েছে সহজ। এবার একই অঞ্চলের সঙ্গে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের যোগাযোগ আরও সহজ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। শীতলক্ষ্যা নদীর উপর নির্মিত তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু যুক্ত করেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট এবং ঢাকা -মাওয়া- খুলনা মহাসড়কের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ। এর সঙ্গে ধলেশ্বরী নদীর ওপর নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটি থেকে মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ১০ দশমিক ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ আধুনিক সড়ক নির্মাণ হচ্ছে। এটি হয়ে গেলে দক্ষিণাঞ্চলের যানবাহন ঢাকায় প্রবেশ না করে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু হয়ে পদ্মাসেতু দিয়ে দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে যাতায়াত করতে পারবে সহজেই। এতে সময় এবং দূরত্ব দুইই কমবে।

নারায়ণগঞ্জের সদর ও বন্দর উপজেলাকে সংযুক্ত করা তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু উদ্বোধন করা হয়েছে গত ১০ অক্টোবর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম নাসিম ওসমানের নামে নামকরণ করা সেতুটির উদ্বোধন করেন। সেতুটি নারায়ণগঞ্জের পাশাপাশি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যানবাহন ও যাত্রীরা যাত্রাবাড়ী-পোস্তগোলা ব্রিজ হয়ে অথবা চাষাঢ়া -সাইনবোর্ড রুটে চট্টগ্রামে যান। এখন শীতলক্ষ্যা সেতু দিয়ে যানবাহনগুলো ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরকে

বাইপাস করে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। এতে রাজধানী ও নারায়ণগঞ্জ শহরের ওপর চাপ কমাবে এবং তীব্র যানজটের ভোগান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

এর সঙ্গে ফরিদপুরের ভাঙ্গা ও সিরাজগঞ্জের পর এবার ইন্টারসেকশন সম্বলিত দৃষ্টি নন্দন সড়ক নির্মাণ হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটিতে। পঞ্চবটি মোড় থেকে ছয় লেন সড়ক ৩১০ মিটার করে ফতুল্লা- ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ দুই দিকে প্রসারিত হবে। বর্তমানে সরু এই সড়ক মুন্সীগঞ্জ জেলা শহরের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগের প্রধান পথ। আঁকাবাঁকা সড়কে প্রায়ই ঘটে দুর্ঘটনা।

প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটি চৌরাস্তা থেকে ছয় লেনের ৩১০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি সড়ক ফতুল্লা- ঢাকার দিকে ও নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ার দিকে একই দৈর্ঘ্যের আরেকটি সড়ক নির্মিত হবে। পাশাপাশি পঞ্চবটি থেকে চরসৈয়দপুর এলাকায় তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু পর্যন্ত ১০ দশমিক ৩৭ কিলোমিটার পথে ৯ দশমিক ০৯ কিলোমিটার দোতলা সড়ক ও পঞ্চবটি থেকে কাশিপুর পর্যন্ত ৩ দশমিক ৫ কিলোমিটার বর্তমান দুই লেনের গড়কটি চার লেনে উন্নীত হবে। আবার তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু থেকে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ৩ দশমিক ৭৫ কিলোমিটারের বর্তমান দুই লেনের সড়কটি চার লেনে উন্নীত হবে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ১৭ দশমিক ৬১ কিলোমিটার ড্রেন ও ৪টি টোলপ্লাজা নির্মাণ করা হবে। এটি হবে ফরিদপুরের ভাঙ্গা এবং সিরাজগঞ্জের পর তৃতীয় ইন্টারসেকশন সম্বলিত দৃষ্টিনন্দন সড়ক। এছাড়া, চর সৈয়দপুরে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু পয়েন্টে একটি গোলচত্তর থাকবে।

প্রকল্পটির পরিচালক জানান, পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়কে ২ দশমিক ৮০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৬টি র্যা ম্পসহ দুই লেন বিশিষ্ট ৯ দশমিক ৬ কিলোমিটার হচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে মুন্সীগঞ্জবাসী সহজে দ্রুততম সময়ে যানজট মুক্ত পঞ্চবটি নারায়নগঞ্জ হয়ে ঢাকায় যাতায়াত করতে পারবে। চর সৈয়দপুরে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু পয়েন্টের গোলচত্তর থেকে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়কটি চার লেনে উন্নীত হলে দক্ষিণাঞ্চলের যানবাহন ঢাকায় প্রবেশ না করে সেতু হয়ে পদ্মাসেতু দিয়ে উত্তরাঞ্চলে চলাচল করতে পারবে। প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ড্রেন নির্মাণ, ৬টি ওজন স্টেশন, চারটি টোল প্লাজা এবং ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সূত্র মতে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে

এ সড়কে যাতায়াতে সময় বাচবে প্রায় ৬২ দশমিক ৮৯ শতাংশ এবং যানবাহনের গতি বাড়বে প্রায় ৫ গুণ।

সূত্র জানায়, ২০০৮ সালে ধলেশ্বরী নদীর ওপর নির্মিত ষষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু উদ্বোধনের পর থেকে এর সংযোগ রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়ক। এটি খুব সংকীর্ণ (গড় প্রশস্ততা ৫ দশমিক ৫ মিটার) ও আঁকাবাঁকা। রাস্তার দুই পাশেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসতবাড়ি থাকায় প্রায়ই দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুরে পাঁচটি সিমেন্ট কারখানা এবং কয়েকটি হিমাগার আছে। ফলে, ওই সড়কে ২৪ টন থেকে ৫০ টনের ভারী যানবাহন নিয়মিত চলাচল করায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রকল্প এলাকায় বিসিক শিল্পাঞ্চল এবং রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা থাকায় প্রতিদিন কয়েক লাখ শ্রমিক এ রাস্তা ব্যবহার করেন। এ অবস্থা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ‘পঞ্চবটি থেকে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ’ প্রকল্প গ্রহণ করে। ২০২০ সালের ৮ ডিসেম্বর একনেক সভায় এ প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২ হাজার ২৪২ কোটি ৭৭ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। প্রকল্পটি জিওবি এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। এর মেয়াদকাল ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত।

গত ১৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশের ১৫৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০ হাজার ৪১টি অবকাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেছেন। এর মধ্যে পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তরও রয়েছে। সেদিন সকালে সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ প্রকল্পগুলো উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।
মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মৃণাল কান্তি দাস বলেছেন, নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটি থেকে চর সৈয়দপুরে নির্মানাধীন শীতলক্ষ্যা সেতু পর্যন্ত হবে ফ্লাইওভারটি। এটি ব্যবহারে সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করবে মুন্সিগঞ্জবাসী। এরপর আবার চর সৈয়দপুর থেকে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত হবে চার লেন সড়ক। সফল রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটি থেকে মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুর ব্রীজ পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা সড়কের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে মুন্সীগঞ্জবাসীর জন্য সম্ভাবনার এক নব দুয়ার উন্মোচন

করেছেন।

কমতে শুরু করেছে ডলারের দাম, শঙ্কা কাটবে

পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে চলা ডলারের দামে লাগাম টানা গেছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, এই দাম কমা কেবল শুরু, এটা আরও কমবে। এদিকে রেমিট্যান্সেও সুবাতাসের দেখা মিলেছে। ডিসেম্বরে আইএমএফ এর ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি এলেই আরও একধাপ এগিয়ে যাবে অর্থনীতি।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বেশকিছুদিন ধরে ডলার সংকটে আমদানির জন্য এলসি খুলতে পারছিলেন না ব্যবসায়ীরা। ডলারের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের দ্বারে দ্বারে ঘুরছিলেন আমদানিকারকরা। এমন পরিস্থিতির মধ্যে বৃহস্পতিবার থেকে কাগজে-কলমে ডলারের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্যাংকগুলো। রেমিট্যান্স ও রফতানি আয়ে ডলারের দাম ৫০ পয়সা কমিয়ে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এখন থেকে রেমিট্যান্স ও রফতানির ক্ষেত্রে প্রতি ডলারে পাওয়া যাবে ১১০ টাকা। আর আমদানিকারকদের কাছে বিক্রি করা হবে ১১০ টাকা ৫০ পয়সায়।

বুধবার (২২ নভেম্বর) ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) ও বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের (বাফেদা) যৌথ সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। এই নতুন দাম কার্যকর হবে জানিয়ে গণমাধ্যমকে বাফেদার চেয়ারম্যান ও রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফজাল করিম বলেন, “রেমিটেন্স বাড়ছে। বাণিজ্য ঘাটতি বেশ কমেছে। বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (ব্যালান্স অফ পেমেন্ট বিওপি) ঘাটতি থেকে উদ্বৃত্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে ডলারের সরবরাহ বেড়েছে। তাই আমরা ৫০ পয়সা করে কমিয়েছি। এই ধারা অব্যাহত থাকলে পর্যায়ক্রমে আরও কমানো হবে। আশা করছি ডলারের বাজার আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসবে।”

আফজাল করিম জানান, বুধবার আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ১১১ টাকা। বৃহস্পতিবার থেকে তা হবে ১১০ টাকা ৫০

পয়সা। রপ্তানি আয় ও রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে ডলারের দর ছিল ১১০ টাকা ৫০ পয়সা। বৃহস্পতিবার থেকে এই দুই ক্ষেত্রেই ডলারের দর হবে ১১০ টাকা।

আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আইএমএফের ঋণের দ্বিতীয় কিস্তির ৬৮১ মিলিয়ন বা ৬৮ কোটি ১০ লাখ ডলার পেতে পারে বাংলাদেশ। ১৯ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, দ্বিতীয় কিস্তির শর্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে। ঋণ চুক্তিতে থাকা বাংলাদেশের প্রথম কিস্তির অর্থ ব্যবহারের অগ্রগতি দেখে পরবর্তী কিস্তি ছাড়ের সিদ্ধান্ত হয়।

এদিকে বছরের মাঝামাঝি কমে আসা রেমিট্যার্স আবারও বাড়তে শুরু করেছে। দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে আলোচিত ও উদ্বেগজনক সূচক বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভের অন্যতম প্রধান উৎস প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সে সুবাতাস দেখা দিয়েছে। অক্টোবরের পর নভেম্বরেও রেমিটেন্স বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রবিবার রেমিটেন্স প্রবাহের সাপ্তাহিক যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায়, চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম ১৭ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসীরা ১১৯ কোটি ৭৭ লাখ ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। এই অঙ্ক গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ১৯ শতাংশ বেশি। গত বছর এই ১৭ দিনে এসেছিল ১০০ কোটি ডলার ।

মানি চেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি এ কে এম ইসমাইল হক সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, চলতি সপ্তাহে রবিবার সন্ধ্যায় ডলারের দাম ১২৩ টাকায় নেমে এসেছে। তিনি আরও বলেন, ‘খোলা বাজারে ডলারের দাম লাফ দিয়ে বেড়েছিল। যেভাবে বেড়েছিল সেভাবেই কমছে। আমার বিশ্বাস, ডলারের দাম আরও কমবে।’

এটা শুরু, আগামীর দিনগুলো সুবাতাস অব্যাহত থাকবে উল্লেখ করে অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আইনুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের যেহেতু রেমিট্যান্স বাড়ছে সেটা সুখবর আনবে। সামনে নির্বাচন এখন যদি অর্থনীতির গতিপথ অব্যাহত না থাকে সেটা জনগণের সামনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতো। ঠিক সময়ে আমরা ঘুরে দাঁড়াতে দেখছি। আইএমএফ এর যে দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ সেটা বড় একটা গ্রীন সিগন্যাল। বৈশ্বিকভাবে আমরা ভালো মেজেস দিতে পারবো। আর সেটা রিজার্ভ সিকিউরিটির জন্য সেটা খুব ভালো হবে। এখন আমাদের আভ্যন্তরীন রিসোর্সগুলো নিয়ে আরো কাজ করতে হবে।